ডাবুয়া উচ্চ বিদ্যালয়
পূর্বনাম- ডাবুয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
ডাবুয়া, রাউজান, চট্টগ্রাম।

বিদ্যালয়টি ২নং ডাবুয়া ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের দোস্ত মোহাম্মদ সড়কের পাশে অবস্থিত। ১৯৬৮ সালে তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনারের অনুমতিক্রমে ১৬-০২-১৯৬৮ খ্রি. তারিখে কার্যক্রম শুরু করে। ০৬-০২-১৯৬৮ খ্রি. তারিখে তিনি অত্র এলাকায় সফর করেন এবং তার অনুমতি সাপেক্ষে নারীশিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ১৬-০২-১৯৬৮ খ্রি. তারিখ হতে বিদ্যালয়টির যাত্রা শুরু হয়। বিদ্যালয়টি প্রথমে ডাবুয়ার রাজবাড়িখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রামগতি ধর, শ্রীযুক্ত বাবু রামধন ধর এর বাড়ির পাশে যাত্রা শুরু করলেও স্বাধীনতা পরবর্তিতে এটি বর্তমান জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি ছিলেন তৎকালিন ডাবুয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, দৈনিক আজাদির বার্তা সম্পাদক বাবু সাধন কুমার ধর এবং প্রতিষ্ঠাকালিন বিদ্যালয়ের সাধারন সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন বিশিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ঠ সংগঠক জনাব আলহাজ্ব ডা. এ. এম. এম. জাকেরিয়া চৌধুরী মহোদয়। বিদ্যালয়ের স্থায়ী আবাসন গড়ার ক্ষেত্রে এ দুই জনের পাশাপাশি এলাকাবাসির ভূমিকা ছিল অনন্য। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রত্যেকেই শ্রেণীকক্ষ তৈরি করার জন্য দেড় খানা করে টিন বিদ্যালয়ে দান করেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন ডাবুয়া এলাকার বিশিষ্ঠ শিক্ষাবিদ ধরবাড়ির কৃতি সন্তান বাবু জ্যোতিশ্চন্দ্র ধরের কন্যা শ্রীমতি মানসী ধর। ১৯৬৯ খ্রী. সনে বিদ্যালয়টি শ্রেণি পাঠদানের অনুমতি লাভ করে এবং ১৯৭০ খ্রী. সনে ৯ম, ১০ম শ্রেণিতে পাঠদানের অনুমতি লাভ করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন শ্রীমতি অণিমা তালুকদার। ১৯৭২ খ্রী. সন হতে নিয়মিত এস.এস.সি. পরীক্ষায় অংশ নেয়। ২০০১ খ্রী. সনে বিদ্যালয়টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড চট্টগ্রাম হতে বিজ্ঞান বিভাগ এবং ২০১১ খ্রী. সনে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ খোলার অনুমতি লাভ করে। ২০১২ খ্রি. সনে এলাকাবাসীর ঐকান্তিক আগ্রহে এবং সহযোগিতায় বিদ্যালয়ে সহশিক্ষা চালু করার নিমিত্তে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড চট্টগ্রাম এর চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করা হলে তিনি স্মারক নং ঃ চশিবো/বিদ্যা/চট্টঃ উঃ/(রাউ)/৭৮৮/৯৭/২৩৭১(৮) ; তারিখঃ ৩১/১০/২০১২খ্রী. মূলে ২০১৩ খ্রী. সন হতে ছাত্র ভর্তির অনুমতি প্রদান করেন এবং ২০১৪ খ্রী. সন হতে নিয়মিতভাবে ছাত্র এবং ছাত্রী উভয়ই ভর্তি হবার মাধ্যমে এটি তার পূর্ণাঙ্গ যাত্রা শুরু করে।

বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাকল্পে যারা ভূমি দান করেছেন-

ক্রম.	নাম	পিতার নাম
০১	শ্রী বীরেন্দ্র লাল নন্দী	মৃত চৈতন্যচরণ নন্দী
০২	শ্রী হরেন্দ্র লাল নন্দী	মৃত চৈতন্যচরণ নন্দী
০৩	শ্রী ধীরেন্দ্র লাল নন্দী	মৃত রামকিনু নন্দী
০৪	শ্রী হীরেন্দ্র লাল নন্দী	মৃত রামকিনু নন্দী
০৫	শ্রী হরিপদ নন্দী	মৃত যোগেশ চন্দ্র নন্দী
০৬	শ্রী প্রতাপ চন্দ্র কর	মৃত প্রাণকৃষ্ণ কর
০৭	শ্রী নগেন্দ্র লাল কর	মৃত প্রাণকৃষ্ণ কর
০৮	শ্রী মনিন্দ্র লাল কর	মৃত রাজকমল কর
০৯	শ্রী ফনিভূষণ কর	মৃত রাজকমল কর
১০	শ্রী গোপাল চন্দ্র কর	মৃত রামচন্দ্র কর
১১	শ্রী নির্মল কান্তি কর	মৃত অখিল চন্দ্র কর
১২	শ্রী ক্ষেত্রমোহন দাশ	মৃত শিবদাস দাশ
১৩	শ্রী মহেন্দ্র লাল দাশ	মৃত রামসেবক দাশ
১৪	শ্রী হীরেন্দ্র লাল দে	মৃত রবিদাস দে
১৫	শ্রী বিষ্ণুপদ দে	মৃত সারদাচরণ দে
১৬	শ্রী শান্তিপদ নন্দী	মৃত যোগেশ চন্দ্র নন্দী
১৭	শ্রী শ্রীপদ নন্দী	মৃত যোগেশ চন্দ্র নন্দী

বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার জন্য যারা ভূমিদান করেছেন যারা আর্থিক সহায়তা করেছেন যারা শ্রম দিয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা বজায় রেখে তাদেরকে অকুণ্ঠ চিত্তে স্মরণ করে।

বিদ্যালয়ের জে.এস.সি. ও এস.এস.সি. ফলাফল সন্তোষজনক। বেশ কয়েকবার এসব পরীক্ষায় শতভাগ পাস অর্জিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের বর্তমান সভাপতি হিসেবে দায়িত্বে আছেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম এর সাবেক চেয়ারম্যান জনাব রনজিত কুমার ধর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ের সভাপতি হিসাবে দায়িত্বে আছেন।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যারা প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং করছেন-

ক্রম.	নাম	মেয়াদকাল	পর্যন্ত
০১	শ্রীমতি মানসী ধর	১৬/০২/১৯৬৮ খ্রী.	৩১/১২/১৯৬৮ খ্রী.
০২	শ্রীমতি অনিমা তালুকদার	০১/০১/১৯৭২ খ্রী.	৩১/১০/১৯৭৮ খ্রী.
০৩	শ্রীমতি গীতা ধর (ভারপ্রাপ্ত)	০১/১১/১৯৭৮ খ্রী.	৩১/০৫/১৯৭৯ খ্রী.
০৪	মিসেস রেজিয়া সুলতানা	০১/০৬/১৯৭৯ খ্রী.	৩১/০৫/১৯৮৬ খ্রী.
০৫	মি. জটিল কুমার চৌধুরী	০১/০৬/১৯৮৬ খ্রী.	৩১/১২/২০০৫ খ্রী.
০৬	শ্রীমতি মিণা রাণী মজুমদার(ভারপ্রাপ্ত)	০১/০১/২০০৬ খ্রী.	২৮/০২/২০০৬ খ্রী.
০৭	মি. শ্যামাপদ চৌধুরী	০১/০৩/২০০৬ খ্রী.	৩১/১০/২০১০ খ্রী.
০৮	মি. বিশ্বজিত মহাজন	০১/১১/২০১০ খ্রী.	৩১/১২/২০১২ খ্রী.

জাতির ভাগ্য উন্নয়নে ও সঠিক দিক নির্দেশনায় শিক্ষার গুরত্ব অপরিসীম। প্রকৃত শিক্ষালাভের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা, নৈতিক চেতনা ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। সকল শিশুর মধ্যেই কিছু না কিছু প্রতিভা রয়েছে। এই সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও সুষ্ঠু শিক্ষালাভের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ , ক্ষেত্র এবং আগামী দিনের উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থী তৈরি করতে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে শিক্ষাজীবনে যেন পদার্পণ করতে পারে এ উদ্দেশ্যে অত্র বিদ্যালয়টি তৈরি করা হয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আজ পর্যন্ত স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও সুনাম অক্ষুন্ন রেখে তার কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে যাচ্ছে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায়-----